প্রশ্ন:-১-"এক বাঁও মেলে না,দো বাঁও মেলে না"-বক্তব্য টিকে লেখক সুনিপুণ ভাবে গল্পটি তে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর:-বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত এক অসামান্য ট্র্যাজিক ছোটগল্প হল আমাদের পাঠ্য ছোটগল্প 'ছুটি'।গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফটিকের মধ্যে শুরু থেকেই পাঠক যে সজীবতা ,প্রাণবন্ত তা ,বাউণ্ডুলেপণার পরিচয় পাই তা বোধহয় চরিত্রটি কে পাঠক মননের সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে।কিন্তু এহেন সতেজ সবুজ চরিত্র টিকে শুধু মাত্র পরিবেশ পরিস্থিতি ভেদে অবস্হানের জন্যে যেভাবে জীবন বিরাগী,অস্তিত্ব -অনাসক্তি র পথ হেঁটে চিরকালীন ছুটির ছায়াপথে ধাবিত হতে হলে তা অনিবার্য ভাবেই

আপামর পাঠক মনে তীব্র যন্ত্রণা র সৃষ্টি করে।

বাঁও মূলত গভীরতা মাপার একক।নৌকা-স্টিমার বা জাহাজের খালাসিরা মূলত এই বিশেষ এককটিকে তাদের কাজের সুবিধা র্থে ব্যবহার করে থাকে।এক বাঁও গভীরতার অর্থ হল প্রায় সাড়ে তিন হাত(মতান্তরে প্রায় চারহাত )পরিমাণ।তীরে নৌকা ভিড়ানোর সময় মোটা রশির সাহায্যে গভীরতা মেপেই খালাসিরা মূলত নৌকা ঘাটস্হ করে।নদীতীরে অকর্মণ্য ভাবে ঘুরে বেড়ানোকালীন এবং বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে কলকাতা আসবার সময়ই বোধকরি এই বিশেষ বক্তব্য টি ফটিকের কানে পৌঁছে ছিল এবং তার চেতন -অবচেতনে র প্রান্তসীমায় খেলা করছিল।

গ্রাম থেকে স্বেচ্ছায় শহরে আসার পর নতুন জীবনের একরাশ স্বপ্ন মাখা ফটিকের জীবন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ও নতুন পরিবারের সদস্যদের যৌথ প্রয়াসে দুর্বিষহ রূপ নিয়েছিল।প্রবলাকাঙ্ক্ষিত ছুটির অভাবে নিজের প্রাণপ্রিয় গ্রাম ও প্রাণাধিক প্রিয় মাতৃসাহচর্যের উষ্ণতা না পেতে পেতে সে যখন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রলাপের ঘোরে আবিষ্ট হল তখন ই তার মুখে শোনা গেল প্রশ্নোদ্ধৃত সেই তাৎপর্যময় বক্তব্য টি।ঈপ্সিত তীর থেকে বাহন -নৌকা দূরে থাকলে খালাসিদের যেমন "এক বাঁও মেলেনা ,দো বাঁও মেলে না";ঠিক অনুরূপ ভাবে ফটিকের বহু আকাঙ্ক্ষিত ছুটি যে তার এই হতভাগ্য জীবন থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে তা স্তিমিত জীবন প্রদীপধারী ফটিক অনুভব করতে পেরেছিল।চির ঈপ্সিত জীবন থেকে সে যেন ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুর নির্ভেজাল নিঃশর্ত আলিঙ্গনে।সত্যিই কিছু অশিক্ষিত কর্মচারীদের কেজো কথা একটি চরিত্রে র জীবনসীমার প্রান্তে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা সত্যিই অভাবনীয়।এহেন প্রয়োগশৈলী যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারাই সম্ভব এব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।